বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠন

বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় স্টেডিয়ামপাড়াস্থ অস্থায়ী জেলা কার্যালয়ে কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি রেহেনা মান্নানের সভপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, আজিমুল বারী মুকুল।

আলোচনা শেষে ইমতিয়াজ হোসেন মিরনকে সভাপতি ও নাজমুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে সদর উপজেলা কমিটি এবং আজিমুল বারী মুকুলকে সভাপতি করে মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠণ করা হয়েছে। নতুন এ কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। আাগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে অনুমোদন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মেহেরপুর বিএনপির রাজনৈতিক হালচাল

বিএনপির প্রথম এবং শেষ ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন। মানুষের ভাত ও ভোটের রাজনীতি করছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। এমন কথা জানালেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন।

জাকির হোসেন বলেন, গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে আমার নিজস্ব কিছু দর্শন আছে। সেই দর্শনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মানুষের জীবন মানের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। যা অতিতে কেউ এটা করে উঠতে পারেনি।

মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে বিএনপির অংশ বিএনপির মুল আদর্শের সাথে নেই। যেই কারণে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জেলা বিএনপি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় যারা তৃণমুলের রাজনীতিতে আছেন তারা সব সময় একটা বেকায়দার মধ্যে থাকেন। বিএনপির সহযোগী সংগঠণ হিসেবে জিয়া মঞ্চের সাথে যারা রয়েছেন তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় নেতারা আসলে সব কর্মসূচি এক সাথে করতে হয়। তখন তাদের নির্দেশেই মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, জেলা বিএনপির কমিটিতে প্রায় ৩’শ নেতা কর্মী রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ৫/৬ জন লোক এক সাথে চলে। এটাকে বিএনপির বিভক্তি বলা যায়না। বিএনপি তৃণমুল নেতাকর্মীর দল। স্থানীয় কর্মীরাই তাদের নেতা ঠিক করেন। মাসুদ অরুনের নেতৃত্বাধীনে জেলার হাজার হাজার লোক এক সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। গুটি কয়েক লোক নেতৃত্ব দিচ্ছে, সাথে কিছু খুচরা লোকজন আছেন। আমরা তাদের সেভাবেই দেখিনা।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আসলে তাদের আমরা ডাকি। তখন তারা আমাদের সাথে এসে কর্মসূচি পালন করে থাকেন। আলাদা করে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার মত সক্ষমতাও তাদের নেই। তারা কোনো কর্মসূচিও পালন করে না। নিজেদের সক্ষমতা দেখাতেই ওয়ান ইলেভেনের পর থেকেই তারা গুটি কয়েক লোক এধরণের একটা পর্যায় সৃষ্টি করে রেখেছে। এটাকে বিএনপির মুল শক্তি পাত্তা দেইনা। বিএনপির জেলা কমিটির সাথে তৃণমুলের যেসব কমিটি রয়েছে সবাই এক সাথেই আন্দোলন সংগ্রামে আছে।

বিএনপি’র আগামী দিনের দাবী কি এমন প্রশ্নের জবাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেন, আমাদের এখন প্রথম ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা জাতীয় দাবি দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন।

তিনি বলেন, সরকারের আগ্রাসী দুর্নীতীর কারনে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই এই দুর্নীতি বন্ধ করতে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা অথবা, তাদের স্ব ইচ্ছায় পদত্যাগ করতে

হবে। আগামি তিন মাসের মধ্যে এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে বলেও জোর দাবী জানান তিনি।

ঘরের মধ্যে বা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে রাজনৈতিক সমস্ত কর্মকান্ড করা প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, আমরা শুধু অফিসের সামনেই নয়, অফিসের বাইরেও অনেক প্রোগ্রাম কর্মসূচি করেছি। বিশেষ করে কাথুলি মোড় ও বিভিন্ন গ্রামে বিগত দিনে ৪/৫টি মিটিং মিছিল করেছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সরকারি দল তাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা ঢাকতে প্রশাসনকে ব্যবহার করে শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক বরাদ্দ দেয়না।

মাসুদ অরুন বলেন, আমরা মনে করি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক। জনগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া এবং সত্য উচ্চারণের পক্ষে এই প্রাঙ্গণ ব্যবহার করা সকলের অধিকার, এটা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস আগামি দিনে উপলব্ধি থেকে সরকারি দল এবং প্রশাসন এই পার্ক ব্যবহারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় দাবি দাওয়া নিয়ে মেহেরপুরের বিএনপি প্রতিনিয়ত স্বোচ্চার। জনগণের কাঙ্খিত লক্ষ্য সামনে রেখে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকারসহ চাল, ডাল, তেল, চিনি বিদ্যুৎ, গ্যাসের লাগামহীন মুল্য বৃদ্ধির এবং একটি গণতান্ত্রিক রাস্ট্র নির্মাণের জন্যই আমরা লড়ে যাচ্ছি।

এ কারণে গত ১৫ বছরে আমাদের জেলায় ২৭ জন নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। শত শত বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, নির্যাতন ও বেআইনীভাবে গ্রেফতার হয়রানি ও কারা নির্যাতন করা হয়েছে। জনগণের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্ছিত করা হয়েছে।

আমদহ ইউনিয়ন নির্বাচনে দলীয়

মনোনয়ন লড়াইয়ে আওয়ামী লীগের ৭ প্রার্থী

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ৭জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি বিবেচনায় তিন প্রার্থী মনোনয়ন লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

গতকাল সোমবার শেষ দিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়া প্রার্থীরা হলেন- বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক উপ-সমাজ সেবা সম্পাদক এ্যাড. আব্দল্লাহ আল মামুন রাসেল, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হিরা, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রওশন আলী টোকন, আমদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বায়েজিদ আহমেদ সুইট, জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক সুবাদ আলী এবং আওয়ামী লীগ কর্মী একরামুল হক।

আগামীকাল বুধবার আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার বিষয়ক মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা শেষে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষনা করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ৭জন মনোনয়ন জমা দিলেও ৩ প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন বলে তারা ধারণা করছেন। এগিয়ে থাকা প্রার্থীরা হলেন বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, এ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল ও আতিয়ার রহমান হিরা।

জনগণের কাছে যেতে হলে বিএনপিকে অপরাজনীতির জন্য ক্ষমা চাইতে

হবে : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘বিএনপি জনগণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আবার জনগণের কাছে যেতে হলে ২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালে তারা যে অপরাজনীতি করেছে, পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, সেগুলোর জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।’

মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু বে ভিউতে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা শেষে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এ কথা বলেন। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি নিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘সম্ভবত: বিএনপির দম ফুরিয়ে গেছে, এজন্য হাঁটা শুরু করেছে। তারা তো আগে মিছিল করতো, এখন মিছিলের পরিবর্তে হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি যে পদযাত্রা শুরু করেছে সম্ভবত তারা কারো কাছ থেকে নকল করছে।’

‘তবে বিএনপি পদযাত্রা করুক আর যেই যাত্রায় করুক না কেন, তাদের এই যাত্রায় জনগণ তো দূরের কথা তাদের সাধারণ কর্মীরাও পদযাত্রায় শামিল হয়নি’ বলেন ড. হাছান।

বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে ড. হাছান আবারও বলেন, ‘এই দেশে আর কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবেনা। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ সমস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় সেভাবেই নির্বাচন হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সব দেশেই যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারাই নির্বাচনকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেশেও তাই করবে।’

তিনি বলেন, ‘বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাই

নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। তার সরকারই তখন নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এবং নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বিএনপির এই পদযাত্রা, কিংবা কদিন পরে ‘বসার যাত্রা’ করবে- যে যাত্রাই করুক না কেন, কোনো লাভ হবেনা।’

তবে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আশাপ্রকাশ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। প্রতিদ্বন্দ্বিতাতাপূর্ণ একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ আগামী দিনের সরকার পছন্দ করুক সেটিই আমরা চাই।

এর আগে চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আজকে চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি শুভদিন, আনন্দের দিন। কারণ চট্টগ্রামে মেট্টোরেল হবে চট্টগ্রামের মানুষও অনেকে ভাবেনি, এটি আমার জন্যও আনন্দের দিন। বেশ কয়েকবছর ধরে চট্টগ্রামে মেট্টোরেল নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর কাছে বহুবার নিবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আজকে কোরিয়ান সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু হতে যাচ্ছে।’

চট্টগ্রামকে নান্দনিক শহর উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের উন্নয়নকে যে কি পরিমাণ গুরুত্ব দেন, সেটি একটি প্রজেক্টের কথা আলোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য তিনটা প্রজেক্ট মিলিয়ে ব্যয় ১.২ মিলিয়ন ডলার তিনি দিয়েছেন। সেই কাজগুলো চলছে, তিনটা প্রজেক্টের কাজের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সেই প্রজেক্টগুলো যদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়, আমি আশা করি আগামী বছর থেকে চট্টগ্রাম শহরে পানি উঠবেনা।

তিনি বলেন, অনেকগুলো পাহাড় কাটা হয়েছে, পাহাড় কাটার কারণে নান্দনিকতা নষ্ট হয়েছে, পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরকে আরো নান্দনিক করার ক্ষেত্রে মেট্রোরেল প্রজেক্টটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। এই শহরের লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আগামী পাঁচ-দশ বছর পরে এই শহরের লোকসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই শহর ঘনবসতিপূর্ণ শহর। সুতরাং এখানে মেট্রোরেলের কোন বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ

কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি ঝাং কিউন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ রওশন আরা মান্নান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী, ইআরডি সচিব শরিফা খান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম জহিরুল আলম দোভাষ, ডিটিসিএ’র নির্বাহী পরিচালক সাবিহা পারভীন ও কোইকা বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়াং আহ দোহ।

অনুষ্ঠানে জানানো।হয়, কোরিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কোইকা এই সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। ৭০ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এই স্টাডিতেই চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার উপযোগিতা, মেট্রোরেলের রুটসহ নানা বিষয় উঠে আসবে। একই সাথে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কত অর্থের প্রয়োজন তারও হিসাব দেবে কোইকো।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করলেন এম এ এস ইমন

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমন।

আজ রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর কোট মোড় থেকে কাথুলী বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত জনসাধারণনের মাঝে এ বুকলেট বিতরণ করেন তিনি। বুকলেট বিতরণ কর্মসূচীতে আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, ফারুক হোসেনসহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এ সময় এম এ এস ইমন বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কি কি উন্নয়ন করেছে এবং বিগত সরকারগুলো কি কি উন্নয়ন করেছে তার উন্নয়নমূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ বকুলেটে। যাতে করে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা পায়

এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে পুনরায় নির্বাচিত করে দেশ সেবার সুযোগ করে দেয়।

মেহেরপুরে বিএনপির ১০ দফা ও বিদ্যুতের মূল্য কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে ১০ দফা ও বিদ্যুতের মূল্য কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনিুষ্ঠত হয়েছে। সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় চত্তরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সমা বেশেপ্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র যুগ্ন সম্পাদক আব্দুর রহিম, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদুন্নেসা নয়ন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজিন। স

ঞ্চালনায় ছিলেন পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল্লাহ। সমাবেশে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে ডা. নাজমুল হক সাগরের গণসংযোগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা তুলে ধরতে মেহেরপুরের গাংনীতে গণসংযোগ করেছেন ডা. এএসএম নাজমুল হক সাগর।

শনিবার বিকেলে গাংনী পৌর এলাকায় তিনি এ গণসংযোগ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহজাহান আলী,গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জীবন আকবর,মটমুড়া ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ চঞ্চল, সাবেক ছাত্রনেতা সরওয়ার বাবু,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তরিকুল ইসলাম উজ্জ্বল, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম,সহ-সম্পাদক নয়ন আলী,মটমুড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহারুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা কনিক, শ্রমিক লীগ নেতা পলাশ,হাফিজুর, মতিসহ আরো অনেকে।

গণসংযোগ কালে ডা. সাগর বলেন,জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বহুমুখী উন্নয়ন জনগণের মাঝে তুলে ধরেন এবং আগামী নির্বাচনে আবারো আওয়ামী লীগ সরকারকে জয়ী করতে জনগণকে আহবান জানান।আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ধরে রাখতে তিনি গাংনীর আপামর জনসাধারণকে সাথে নিয়ে মাঠে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। গাংনীর সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আগামী নির্বাচনে আমাকে নৌকার কান্ডারী হিসেবে দেখতে চান এবং আমার নেতৃত্বে গাংনীর উন্নয়ন ঘটাতে ঐক্যবদ্ধ হন।

আবারও উত্তপ্ত গাংনীর রাজনীতি

বেশকিছুদিন স্বাভাবিক থাকলেও গত সোমবার রাত থেকে গাংনী উপজেলা শহরের রাজনীতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গাংনী উপজেলা শহরের সরকারি মৎস্য হ্যাচারির মধ্যে বিস্ফোরণ ও তিনটি ককটেল উদ্ধারের

ঘটনা এবং উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতিসহ দলের সহযোগি সংগঠনের ১১ নেতা কর্মীকে এজাহার নামীয় ও ১৫/২০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি মামলা হয়েছে। এনিয়ে নতুন করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারা ১৫(৩)২৫-৯ তৎসহ ৩/৪/৬ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলা নং ৩২, তারিখ ২৯/১১/২০২২ ইং।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মামলাটি দায়ের করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি মো: শাহিদুজ্জামান শিপু।

বিস্ফোরণ ও ককটেল উদ্ধারের পরপরই সোমবার রাতে গাংনী পৌর যুবদলের সভাপতি ও গাংনী পৌর সভার সাবেক প্যানেল মেয়র সাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

মামলায় এজাহার নামীয় আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু (৫০) ও তার ভাই মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হক (৩৫), গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস (৪২), পৌর যুবদলের সভাপতি সাবেক প্যানেল মেয়র সাহিদুল ইসলাম (৪৫), গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বিপ্লব হোসেন (৩০), পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু (৪৫), সাবেক ছাত্রদল নেতা গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের কামরুল ইসলাম (৩৬), সাবেক ছাত্রনেতা ইমন আহমেদ (৩৫), যুবদল নেতা মনিরুজ্জামান মনি (৩৩), যুবদল নেতা কাজল আলী(৩৮) ও যুবদল নেতা মহিলা কলেজ পাড়া এলাকার সুমন ওরফে এ্যাডাম(৩২)।

মামলার ঘটনায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, সারা দেশের বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে মানুষের উচ্ছাস ও উপস্থিতি দেখে সরকার আতংকিত। আগামি ১০ ডিসেম্বর ঢাকার মহাসমাবেশকে বাধাগ্রস্থ করতেই সরাকরি দলের নেতা কর্মী ও পুলিশ যৌথভাবে ককটেল উদ্ধারের নাটক সাজিয়েছে। তারা মিথ্যা মামলা, হামলা ও নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করে বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম বন্ধ করতে চাই। তাদের এই মিথ্যা নাটক দেশবাসি জানে এবং বোঝে। এভাবে নাটক সাজিয়ে দেশের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখা যাবেনা। তিনি অবিলম্বে এই মিথ্যা মামলা

প্রত্যাহার ও আটক যুবদল সভাপতি সাইদুল ইসলামের নি:শার্ত মুক্তি দাবী করেন।

এব্যাপারে মামলার বাদী সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু বলেন, মিটিং মিছিল ও সমাবেশ করা সব রাজনৈতিক দলের অধিকার আছে। কিন্তু মিটিং মিছিলের আড়ালে বিএনপি যদি সন্ত্রাসীমুলক কর্মকান্ড বা ছাত্রলীগের উপর হামলা করে প্রাণ নাশের চেষ্টা করে। সেটাতো ছেড়ে দেওয়া যাবেনা। তিনি বলেন বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠণের নেতা কর্মীরা সন্ত্রাসী। এর আগেও ছাত্রলীগের মিছিলে তারা হামলা করেছে। আমরা তখন তাদের ছাড় দিয়েছি। কিন্তু গত সোমবার রাতের মিছিলেও সেই পূনার্বৃতি ঘটিয়েছে তারা। ছাত্রলীগের মিছিলে বোমা হামলা করে প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছে। আমিসহ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাদের সেই হামলা ব্যার্থ করে দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, একটি বোমার বিকট শব্দে বিস্ফোরণ এবং বোমা উদ্ধারের পরই আমি এ ঘটনার তথ্য জানতে পারি। আমি শুনেছি, মিছিল থেকে বিএনপির ২/৩ টা ছেলেকে ধাওয়াও করেছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তারা এখন থেকেই বিভিন্ন স্থানে অপকর্ম করে দেশের মানুষকে আতংকিত করতে চাই। সেই ধারাবাহিকতায় তারা ছাত্রলীগের মিছিলে বোমা বা ককটেল হামলা চালাতে পারে। অকারণে কেউ কোনো অকারেন্স করলে সেই দায় তারা স্বীকার করতে চাইনা। তবে, কয়েকদিন অপেক্ষা করলে পুলিশের তদন্তেই বেরিয়ে আসবে আসল ঘটনা।

গত সোমবার (২৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার শহরের পরিত্যক্ত সরকারি মৎস্য খামারের মধ্যে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম পরিত্যক্ত সরকারি মৎস্য হ্যাচারির মধ্যে অভিযান চালিয়ে লালকসটেপ মোড়ানে তিনটি ককটেল উদ্ধার করে। এঘটনার পরপরই পুলিশ এবং নেতা কর্মীরা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার বাড়িতে রেড দেন। তবে মকবুল হোসেন মেঘলা ঢাকা থেকে নিজের ফেইসবুকে লাইভ দিয়ে সে ঢাকায় আছে বলেন জানান দেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — —[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

খুলনায় সমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারপত্র বিলি

২২ অক্টোবর বিএনপির খুলনার বিভাগীয় গণসমাবেশ সফল করতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, দলীয় কর্মসূচিতে গুলি করে নেতা-কর্মীদের হত্যার প্রতিবাদ এবং নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বিএনপি বিভাগে বিভাগে এ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করছে।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্র বিলিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ, সাইয়েদাতুন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রচারপত্র বিলিতে অংশ নেন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, একটি অগণতান্ত্রিক সরকার জনগনের অধিকারের সংগ্রামকে বাধাগ্রস্থ্য করবে এটাই স্বভাবিক। আমরা দেখলাম চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের সমাবেশে সরকার তার অপশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার পরও জনতার উত্তাল সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে । আমরা জনগনের প্রতি আস্থা রাখতে চাই এই ব্যর্থ ও অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে জনগন সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে খুলনার সমাবেশ সফল করবে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বড় দুটি গণসমাবেশ আয়োজনের পর খুলনার কর্মসূচিতে গণজোয়ার সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। খুলনার সমাবেশে লাখো মানুষের উপস্থিতি হবে। এ জন্য চলছে সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও প্রচারণা।